জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্ক
Permanent Mission of Bangladesh to the United Nations, New York

প্রেস রিলিজ

বাংলাদেশে সমতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে কোভিড-১৯ অতিমারির সাড়াদান কার্যক্রম -রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা ।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১, নিউইয়র্ক:

"কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত সঙ্কটে সবচেয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে অভিবাসী শ্রমিকগণ । এটি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান অসমতা ও বৈষম্যেরই প্রকাশ । পিছনে পড়ে থাকা মানুষদের জন্য কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য সুযোগ তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন" - গতকাল 'বিদ্যমান অসমতা: এসডিজি'র কার্য-দশকে সকলের জন্য বর্ণবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈষম্য দূরীকরণ' শীর্ষক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) উচ্চ পর্যায়ের এক বিশেষ সভায় প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা ।

রাবাব ফাতিমা বলেন, কোভিড-১৯ অতিমারি সমাজের সকল স্তরকেই নাড়া দিয়েছে । এরফলে বিশ্বজুড়ে বর্ণবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ, বিদ্বেষপ্রসূত বক্তব্যসহ ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দূরাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে । 'কেউ পিছে পড়ে থাকবে না'-এই লক্ষ্য অর্জনে কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলার বিষয়টিকে অবশ্যই সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন তিনি ।

সমতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির উদাহরণ টেনে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন যেখানে সমাজের সবচেয়ে নাজুক অংশকে পরিকল্পনার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে । বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রায় ৩.৭ ভাগের সমান ১৯টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার বাইরেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেখানে নারী, অতিদারিদ্র্য, ভ্রাম্যমান জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য দূর্দশাপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে ।

ক্রমবর্ধমান বর্ণবাদ ও অন্যান্য বৈষম্য মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে ন্যায়সঙ্গত ও সমতাভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতে বিনিয়োগ করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি । আর এই বিনিয়োগের শুরু হতে পারে জাতি, মর্যাদা বা জাতীয়তা নির্বিশেষে সকলের জন্য কোভিড ভ্যাকসিনগুলোর সার্বজনীন প্রাপ্যতার সুযোগ তৈরি করার মধ্য দিয়ে ।

সকল অংশীজনদের আন্তরিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি দারিদ্র্য, সহিংসতা, বৈষম্য, বর্জন এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবসহ অসমতার মূল কারণগুলো সমাধান করার আহ্বান জানান । তিনি শিক্ষার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন যা সুযোগ ও সম্ভাবনা এনে দেয় এবং বর্ণবাদের দুষ্টু চক্র ভাঙ্গতে মানুষকে সহায়তা করে । তিনি কোভিড-১৯ এর সময়ে ডিজিটাল সুযোগ বঞ্চিত হওয়ার কারণে অনেক শিশুর পড়াশুনা থেকে দূরে থাকতে হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে সকলকে আরও বেশী মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান ।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ব্যতিত বর্ণবাদের মতো সামাজিক কূফলগুলো নির্মূল করা সম্ভব নয় কারণ এগুলো সমাজের গভীরে প্রোথিত । অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত-এমন একটি নতুন সামাজিক চুক্তি তৈরিতে জাতিসংঘ মহাসচিবের আহ্বানের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের বহুমাত্রিক ধরণ নির্মূলে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদেরকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে হবে ।

ইভেন্টটির আয়োজন করে ইকোসক । এতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসহ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন ।

***

820 Diplomat Center, 4th Floor, 2nd Avenue, New York, NY 10017
Tel: +1 (212) 867 3434 • Fax: +1 (212) 972 4038 • Email: bdpmny@gmail.com • web site: https://bdun.org